গাংনীতে বিএনপির লাঠি মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ

গোপালগঞ্জের ঘটনায় আওয়ামী লীগের একটি ফেসবুক পেজে হরতালের ডাক দেওয়ার প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির দুটি পৃথক গ্রুপের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার ও হাসপাতাল বাজারে এই বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল উপজেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল বাজার এলাকায় গিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশে রূপ নেয়।
সাবেক যুবদল নেতা সাজেদুর রহমান বুলবুলের সঞ্চালনায় সেখানে বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন।

অন্যদিকে, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে একটি লাঠি মিছিল বের করা হয়।
গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বড়বাজার এলাকায় গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে পরিণত হয়।

এতে বক্তব্য রাখেন জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন। এসময় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ছাত্র-জনতার শহীদদের স্মরণে বিএনপি’র মৌন মিছিল

২০২৪ সালের ২৪ জুলাই ও আগস্টে ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মরণে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে এক মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে মৌন মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক আলহাজ্ব জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আনসারুল হক, আলমগীর খান ছাতু, ওমর ফারুক লিটন, আখেরুজ্জামান, মকবুল হোসেন মেঘলা, রেজাউল হকসহ জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

বক্তারা বলেন, ২০২৪ সালের আন্দোলনে যারা প্রাণ দিয়েছিলেন, তারা ছিলেন গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার রক্ষার সাহসী যোদ্ধা। শহীদদের স্মরণ করেই বর্তমান প্রজন্মকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কারের আন্দোলনকে জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়।

গাংনীতে বিএনপি’র মশাল মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ

বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য ও গোপালগঞ্জে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নৈরাজ্যর বিরুদ্ধে মেহেরপুরের গাংনীতে বিরাট মশাল মিছিল করেছে বিএনপি।

গতকাল বুধবার রাতে গাংনী উপজেলা বিএনপি’র উদ্যোগে তাৎক্ষণিক এই মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু ও জেলা কৃষকদের আহ্বায়ক মাহাবুবুর রহমান মাহবুব এর নেতৃত্বে মশাল মিছিলটি গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকা থেকে শুরু হয়ে বড়বাজার, উত্তরপাড়া হয়ে শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভি, গাংনী পৌর বিএনপি’র সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকু, গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শাজাহান সেলিম, মেহেরপুর জেলা ছাত্র দলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, যুবদল নেতা শাহিবুল ইসলাম সহ বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এর আগে কাজিপুর গ্রামে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিএনপির পক্ষ থেকে।

ফয়েজ মোহাম্মদকে উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি করার দাবীতে বিক্ষোভ

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদকে সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি করার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বিএনপি’র সদর উপজেলার নেতাকর্মীরা।

গতকাল শনিবার বিকালে সদর উপজেলার বিভিন্ন ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন থেকে আসা দলীয় নেতাকর্মীরা মিছিলটি আয়োজন করেন।মিছিলটি মেহেরপুর শহরের কাথুলী রোড এলাকা থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বক্তারা বলেন, “ফয়েজ মোহাম্মদ একজন ত্যাগী, যোগ্য ও পরীক্ষিত নেতা। তাকে সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি হিসেবে দেখতে চায় তৃণমূলের নেতাকর্মীরা।” নেতাকর্মীরা অভিযোগ করেন, বিএনপি’র ভেতরে একটি মহল ষড়যন্ত্র করে ত্যাগী নেতাদের দূরে রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এই ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে তীব্র হুঁশিয়ারি দিয়ে তারা বলেন, দলের ভেতরে অনৈক্য সৃষ্টি করা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।

সমাবেশে আরও বলা হয়, বিগত ১৭ বছরে বিএনপি’র যেসব নেতাকর্মীরা জেল জুলুম নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করেছে তাদেরকেই দলে মূল্যায়ন করতে হবে। ত্যাগ-তিতিক্ষার ভিত্তিতে নেতৃত্ব নির্বাচিত না হলে দল ক্ষতিগ্রস্ত হবে।” তাই ফয়েজ মোহাম্মদের মতো ত্যাগী নেতাকে আমরা সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি হিসেবে দেখতে চাই, তা না হলে আগামী দিনে আরো বড় কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামার হুশিয়ারি করেন নেতাকর্মীরা।

জেলা জিয়ামঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি এর সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সদস্য ডা: খায়রুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহমুদ সানি, কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র নেতা শিমুল, মজনুসহ বিভিন্ন ওয়ার্ড ও ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা

ঝিনাইদহে বিএনপির সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসুচির উদ্বোধন

দুই লাখেরও বেশি নতুন সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ঝিনাইদহে বিএনপির সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসুচি শুরু হয়েছে।

শনিবার সকালে ঝিনাইদহ শহরের একটি রেষ্টুরেন্টে এ কর্মসুচির উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি শেখ আব্দুল হালিম খোকন।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু। অনুষ্ঠানে জেলা ছাড়াও ৬ উপজেলার কয়েক’শ নেতাকর্মী বিএনপির সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসুচি যোগদান করেন।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড এম এ মজিদের সভাপতিত্বে সদস্য

সংগ্রহ কর্মসুচির অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আমিরুজ্জামান খান শিমুল, মীর রবিউল ইসলাম লাভলু, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু সাইদ, ও তারেকুজ্জামান তারেক বক্তব্য রাখেন।

বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশ নায়ক তারেক রহমানের নির্দেশে বিএনপির সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসুচি শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে তৃণমুলে দল আরো শক্তিশালী হবে। নেতৃবৃন্দ নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসুচি মধ্যে ফ্যাসিষ্ট আ’লীগের নেতাকর্মীরা ঢুকে যেতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে তৃণমুলের নেতারা অভিযোগ করে বলেন, দলের পরীক্ষিত নেতারা আজ মিছিল মিটিংয়ে জায়গা পান না। ৫ আগষ্টের পর যারা দলে সক্রিয় তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এগুলো বন্ধ করতে হবে। বক্তারা জেলা ও উপজেলার কতিপয় নেতার বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট আ’লীগের নেতাকর্মীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ করেন।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড এম এ মজিদ জানান, ঝিনাইদহের ৬৭ ইউনিয়নের প্রতিটিতে ১৮০০ করে নতুন সদস্য সংগ্রহ করা হবে। এ ছাড়া ৬টি পৌরসভার ৫৪টি ওয়ার্ডে ৯৭ হাজার দুই’শ সদস্য সংগ্রহ করা হবে। সব মিলিয়ে জেলায় দুই লাখ ১৭ হাজার ৮০০ নতুন সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্র রয়েছে।

মেহেরপুরে বিএনপির সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচির উদ্বোধন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে সদস্য নবায়ন ও প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (৯ জুলাই) দুপুর ২টায় মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে

আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে নেতাকর্মীদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে পুরো এলাকা উৎসবমুখর পরিবেশে পরিণত হয়।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সাবেক কেন্দ্রীয় যুবদল নেতা ও সাবেক যুগ্ম মহাসচিব সাঈদ ইকবাল মাহমুদ টিটো।
জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বিএনপির এই সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুধু কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ নয়, এটি মানুষের হৃদয়ে বিএনপিকে পৌঁছে দেওয়ার এক ঐতিহাসিক প্রয়াস।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম, বুয়েট ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আল মামুন গাজী এবং ছাত্রদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক ডা. সাব্বির শরিফ।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ ইলিয়াস হোসেন, হাফিজুর রহমান হাফি, আব্দুল আওয়াল, মকবুল হোসেন মেঘলা, রোমানা আহাম্মেদ, ওমর ফারুক লিটন, রেজাউল হক, মশিউর রহমান, আখেরুজ্জামান, আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, কাওছার আলী, আজমুল হোসেন মিন্টু, বাকা বিল্লাহ, সাজিদুর রহমান বিপ্লব, সাবিয়া সুলতানসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠান শেষে নতুন সদস্যদের মাঝে সদস্যপদ ফরম বিতরণ করা হয়। কর্মসূচির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উপজেলার প্রতিটি ইউনিটে এ কার্যক্রম ছড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ও বিএনপি নেতা ইনসারুল হক আর নেই

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য, গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইন্সু (৪৮) ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

রবিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে (সোমবার ভোরে) রাজধানীর পান্থপথে অবস্থিত বিআরবি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং অসংখ্য রাজনৈতিক সহকর্মী রেখে গেছেন।

ইনসারুল হক ইন্সু গাংনী পৌর শহরের বিশ্বাসপাড়া এলাকার প্রয়াত আব্দুল করিম মালিথার ছেলে।

জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক জানান, দীর্ঘদিন ধরে ইনসারুল হক ইন্সু খাদ্যনালীর জটিলতায় ভুগছিলেন। তার খাদ্যনালী শুকিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে তিনি কিছুই খেতে পারতেন না। অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে তিনি ঢাকার বিআরবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। প্রেসার ক্রমাগত নিম্ন থাকায় অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হচ্ছিল না। হঠাৎ অবস্থার অবনতি হলে তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন, জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন, আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

ইনসারুল হক ইন্সুর ভাই, বিএনপি নেতা ইনামুল হক জানান, আজ সোমবার

বিকেল ৩টায় গাংনী হাইস্কুল মাঠে তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে গাংনী কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব কামরুল হাসানের গণসংযোগ

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে গণসংযোগ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার থেকে কলেজ মোড় পর্যন্ত এক বিশাল গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

গণসংযোগ চলাকালে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, আমরা তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠে নেমেছি। যতদিন দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হবে, ততদিন বিএনপির গণসংযোগ চলবে।

তিনি আরও বলেন, মানুষ ধানের শীষকে বিশ্বাস করে, কারণ ধানের শীষ মানেই জনগণের অধিকার, ন্যায়বিচার ও মুক্ত গণতন্ত্রের প্রতীক। জনগণ আমাকে ভালোবাসে এবং যখনই তাদের কাছে যাই, তারা বলেন ‘ধানের শীষ চাই’। এতে প্রমাণ হয়, আগামীর বিজয় ইনশাআল্লাহ ধানের শীষেরই হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য ইলিয়াস হোসেন, হাফিজুর রহমান হাপি, সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, ওমর ফারুক লিটন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মোল্লা মিন্টু, যুব মহিলা দলের সাংগঠনিক সম্পাদক রহমান আহমেদ, রোমানা আহমেদ, আলমগীরসহ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ, যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এমএ মজিদ।

এছাড়া রক্তদান ক্যাম্পে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সিভিল সার্জন ডা. কামরুজ্জামান, ড্যাবের জেলা সহ সভাপতি ডা. আব্দুল খালেক, জেলা বিএনপির সহ সভাপতি মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, আক্তারুজ্জামান, এনামুল হক মুকুল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম শাহজাহান, আসিফ ইকবাল মাখন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পাপ্পু, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু।

এছাড়া সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন আলম, মহিলা দলের সভাপতি অধ্যক্ষ কামরুন্নাহার লিজি, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান মানিকসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
সেসময় বক্তারা বলেন, দেশের প্রতিটি সংকটকালীন সময়ে বিএনপি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। রক্তদান কর্মসূচির মাধ্যমে দলটি মানবিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে।

আলোচনা সভা শেষে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। কর্মসূচী থেকে অসুস্থ ও অসহায় রোগীদের জন্য রক্ত সংগ্রহ করে সদর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়।